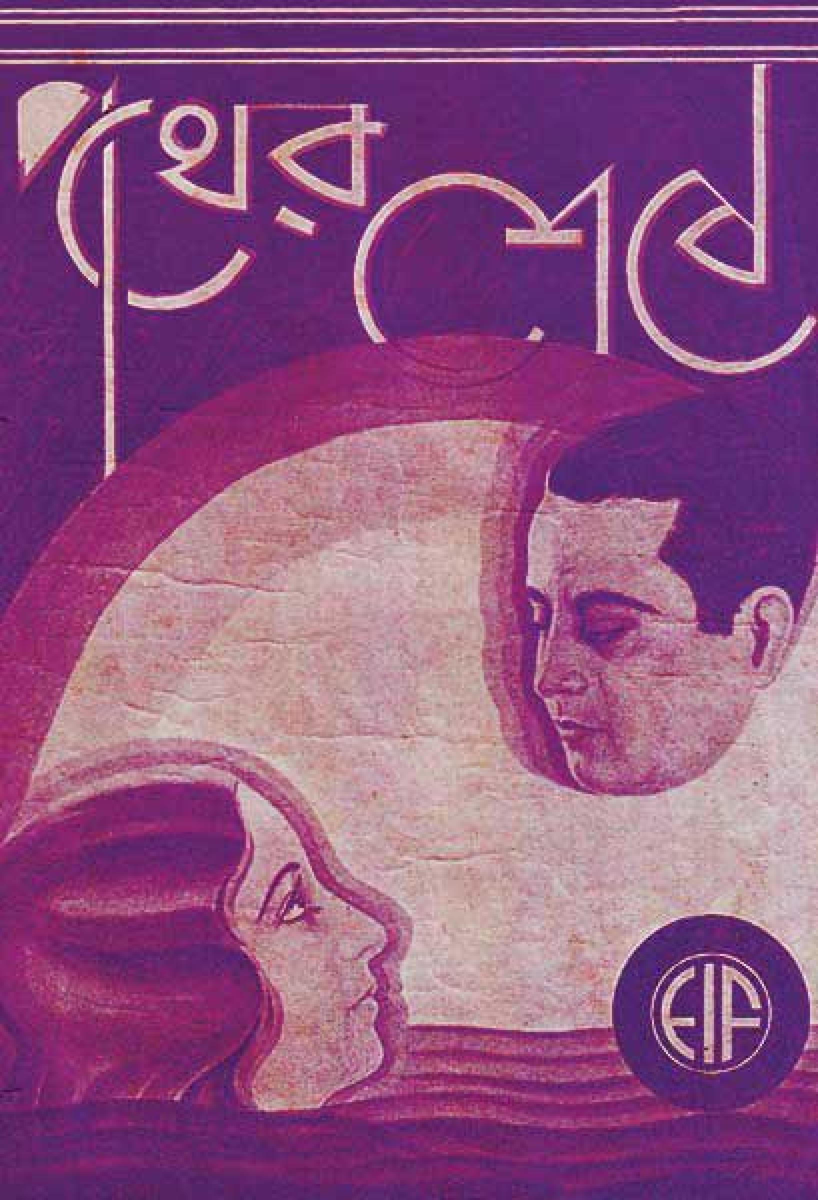

পথের শেষে

ভূমিকা লিপি

দুর্গাশঙ্কর	... যোগেশ চৌধুরী	ডাক্তার	... ধীরেন পাত্র
নলিনী	... জহর গঙ্গোপাধ্যায়	সরকার	... অমূল্য মুখোঃ
অনাদি	... নরেশ মিত্র	ইনস্‌পেক্টার	... প্রফুল্ল মুখোঃ
যোগেশ	... ভূমেন রায়	শ্যামা	... শরৎ সুর
গোবিন্দ	... সন্তোষ সিংহ	পারুল	... জ্যোৎস্না গুপ্তা
নিবারণ	... জয়নারায়ণ মুখোঃ	সুখদা	... মনোরমা
নিধু খুড়ো	... রঞ্জিৎ রায়	রাধা	... ছায়া দেবী
জগা	... ধীরেন দাস	ললিতা	... পদ্মাবতী

কাহিনী

পিতার অমতে নলিনী যেদিন তাহার এক বন্ধুর ভগ্নীকে বিবাহ করিল সেদিন একমাত্র পুত্রের ব্যবহারে জমিদার দুর্গাশঙ্কর রায় যে অন্তরে কতটা ব্যথা পাইলেন তাহা নলিনীর অগোচর ছিল না। কিন্তু পিতা যে তাহাকে এই অপরাধে ত্যাজ্যপুত্র করিয়া দিবেন ইহা সে ভাবে নাই। এই আকস্মিক ব্যাপারে সে একটু স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া পিতার নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য কলিকাতায় রহিল।

সকলেই বুঝিল নিজের দোষে নলিনী তাহার দুর্ভাগ্যকে ডাকিয়া আনিল। কিন্তু ইহা সত্য হইলেও যাহাদের দুরভিসন্ধি তাহার পিতাকে এই কঠিন কার্য্যে প্রণোদিত করিল তাহারা হইতেছে সুখদা ও তাহার পুত্র যোগেশ।

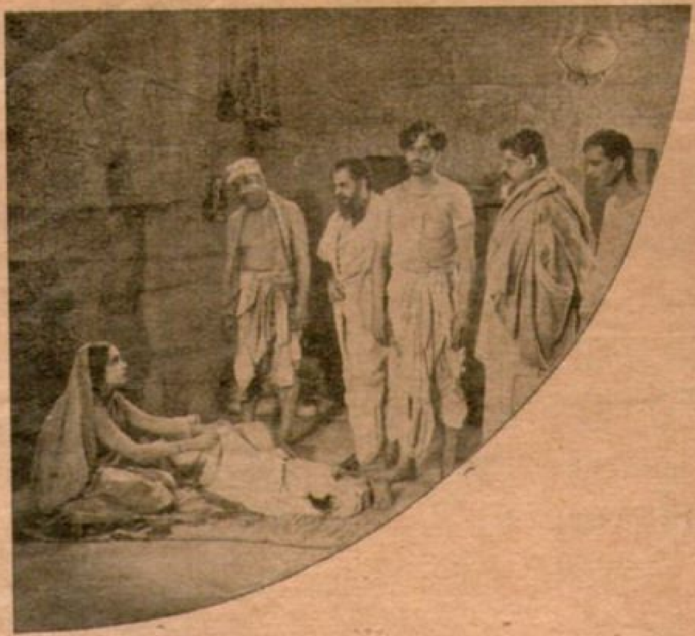

নলিনীর জননীর মৃত্যুর পরই সুখদা পুত্রসহ ভ্রাতার সংসারে প্রবেশ লাভ করে—দুর্গাশঙ্করও ভগ্নীর উপর সংসারের ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন। পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া সুখদা যে চালটী চালিলেন প্রবল প্রতাপশালী জমিদার দুর্গাশঙ্করও তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না—ফলে, পুত্রের অপরাধটাই তাঁহার কাছে বড় হইয়া রহিল কিন্তু পিতৃধর্ম্ম তিনি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। নলিনীর জন্য তিনি ১০,০ ০৲ টাকার একখানি 'চেক' পাঠাইলেন এবং মাসিক ১০০৲ টাকার মাসহারারও ব্যবস্থা করিলেন।

অভিমানী নলিনী পিতার 'চেক্'খানি ফিরাইয়া দিল, কিন্তু কৌশলে যোগেশ যে তাহা আত্মসাৎ করিল তাহা নলিনী জানিতে পারিল না। ইহা ব্যতীত তাহার মাসহারার টাকাও যে যোগেশেরই কুকর্ম্মের ইন্ধন জোগাইতে লাগিল তাহাও তাহার অজ্ঞাত রহিয়া গেল! আর দুর্গাশঙ্কর যে ইহার কোনটাই জানিতে পারিলেন না তাহা বলাই বাহুল্য।

দেখিতে দেখিতে মাতা-পুত্রেই দুর্গাশঙ্করের সংসারের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিল এবং দাস-দাসী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরাও তাহাদের বশীভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু দেওয়ান অনাদিকে তাহারা কিছুতেই তাহাদের দলে টানিতে পারিল না। ফলে, তাহাদের চক্রান্তে অনাদি চোর বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। মনের দুঃখে অনাদি দুর্গাশঙ্করের সংস্পর্শ ত্যাগ করিল। মাতা ও পুত্র নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

এদিকে দুর্গাশঙ্করের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। কাজ-কর্ম্ম তিনি আর কিছুই দেখিতে পারেন না। অবস্থা বুঝিয়া দুর্গাশঙ্কর এক উইল করিলেন—সেই উইলে নলিনীকেই আবার তিনি সমস্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিলেন। লম্পট, কূট-চক্রী যোগেশ তাহা জানিতে পারিয়া নূতন ফন্দি আঁটিতে লাগিল।

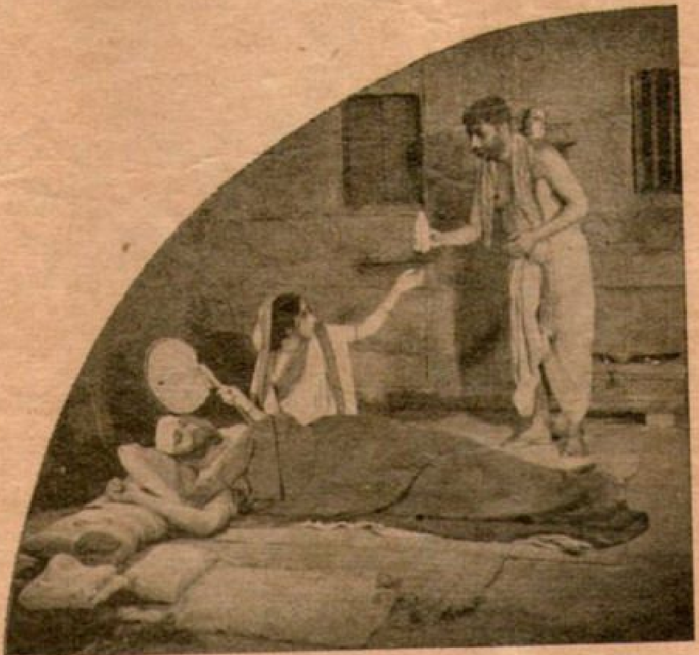

এদিকে নিবারণ নামে এক কর্ম্মচারীর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া তাহার এক বিধবা শ্যালিকাকে যোগেশ ছল-চাতুরী করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিল। এই মেয়েটীর নাম ললিতা এবং তাহার জন্য অনেক দিন ধরিয়া লম্পট যোগেশের কামনা-বহ্নি জ্বলিতেছিল, তাই সে এই সুযোগ ছাড়িতে পারিল না। ইহার কিছুদিন পরে যোগেশ একবার কলিকাতায় আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় দুর্গাশঙ্কর নির্ভাবনায় একটী গহনার বাক্স তাহার মারফত নলিনীকে পাঠাইয়া বিশেষভাবে বলিয়া দিলেন যে নলিনী ইহা লইতে অসম্মত হইলে

তাহা যেন নিশ্চয়ই তাঁহার নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হয়। কথা শুনিয়া যোগেশ মনে মনে হাসিল এবং কলিকাতায় আসিয়া ললিতাকে সে গহনার বাক্সটী উপহার দিল।

এই কলিকাতা শহরেই একটী ভাঙা খোলার ঘরে নলিনীর দুঃখের দিনগুলি অতিবাহিত হইতেছিল। পিতার উপর অভিমান করিয়া স্বেচ্ছায় সে দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। ইহাতে তাহার কোন ক্ষোভ ছিল না, কিন্তু তাহার স্বাধ্বী স্ত্রী পারুলের অনুশোচনার আর অন্ত ছিল না। নিজেকে স্বামীর এই দুর্দ্দশার কারণ মনে করিয়া সকল সময়েই সে একটা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিত। কিন্তু সামান্য ভৃত্য হইয়াও গোবিন্দ যে তাহাদের জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে তাহা ভুলিবার নহে। মাথায় মোট বহিয়া সে তাহাদের অন্নের সংস্থান করিয়া দেয়, আর হাসিমুখে তাহাদের ঘর-আলো করা খোকাকে বুকে জড়াইয়া ধরে।

সেদিন কি মনে করিয়া দুর্গাশঙ্কর তাঁহার উইলখানি পড়িতে লাগিলেন এবং খানিক পরেই তাঁহার মুখখানা যেন মড়ার মত শাদা হইয়া গেল। এ কি—এ জাল উইল! অনেক অনুসন্ধানের পর যোগেশের সমস্ত অপরাধের কথা তিনি জানিতে পারিলেন। পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য সুখদা ভ্রাতাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিল, কিন্তু মাথার শিরা ছিঁড়িয়া তাহার মৃত্যু হইল। দুর্গাশঙ্কর দেওয়ান অনাদিকে কলিকাতার বাটীতে উপস্থিত থাকিবার অনুরোধ জানাইয়া নিজে কলিকাতায় আসিলেন।

এদিকে নিবারণ ললিতাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টায় তন্ন তন্ন করিয়া চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল। শেষে সে প্রকৃত সংবাদ পাইয়া যোগেশকে ধরিবার জন্য কলিকাতায় আসিল। যোগেশ নিজেকে বাঁচাইবার জন্য নিবারণকে খুণ করিল, কিন্তু পুলিশের চোখে ধূলা দিতে না পারিয়া ধরা পড়িয়া গেল।

পুত্রের সন্ধানে দুর্গাশঙ্কর চারিদিকে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন।

পথের শেষে

পারুল :
জ্যোৎস্না গুপ্তা

পথের শেষে

বিভিন্ন দৃশ্যাবলী

সঙ্গীতাংশ

(১)

দিও এই বর—
ওগো ক্ষমা-সুন্দর প্রভু
প্রেমলোকচারী—।
মোরে সবার অধিক বেদনা যে দিল
যেন তারেও ক্ষমিতে পারি।
যে দিয়াছে ব্যথা, যে দিয়াছে শোক
প্রভু, তা'র আরো মঙ্গল হোক,
যে করে আঘাত, তা'রি তরে যেন—
ঝরে মোর আঁখিবারি।—(জগা)

(২)

ব্রজরাজ নন্দন বৃন্দাবনধন
মণ্ডিত মালতীমালে।
অগুরু চন্দন তনু-ঘন-লেপন
শিরে শিখণ্ডক দোলে ॥
খঞ্জন গঞ্জন কমল লোচন
চান্দ উজরী লহু হাস।
শ্রবণ চঞ্চল মকর কুণ্ডল
পিঞ্চন-পিঙ্গল-বাস ॥—(রাধা)

(৩)

আজি নূতন সুরে বাঁধ বীণা, নূতন গান গাও,
নূতন আলোয়, নূতন চোখে, নূতন করে চাও।
যা'র লাগি তোর আঁখিলোরে, কেটেছে রাতি—
আজ দুয়ারে সেই, নূতন অতিথি।
তুলি নূতন বেলা, যুঁই চামেলি, মল্লিকা জাতি –
ঐ নূতন মালা গাঁথি'
তা'রে আদরে পরাও—(ললিতা)

(৪)

আজি যমুনা কেন উজান বয়!
হাসিয়া লুটিয়া, মর্ম্ম টানিয়া,
মুখরা কি কথা কয়!
তার তীরে বাঁশী কত না বেজেছে—
ব্রজবালা জলে কত না খেলেছে—
জাগেনি কখন(ও) এ সুখ শিহরণ,
যমুনারি দেহময়।

(৫)

অবশ সজনি আবেশে পরাণ,
বঁধুর পরশ পাইয়া।
সরমে জড়িত মরমের বাণী,
মধুর মিলনে মাতিয়া।
নয়ন আমার আনত লাজে,
প্রিয়ার আকুল বুকের মাঝে,
অধরে সরস, অধর পরশে—
হিয়া উঠে দুরু কাঁপিয়া।—(ললিতা)

(৬)

হয়ে ধূলায়
মলিন পথের মাঝে—
ওরে অবোধ মন!
কেন মায়া-মৃগের পিছু পিছু
ছুটিস্ অনুক্ষণ!
ফিরতে হবে আপন দেশে,
আলোর মাঝে উজল বেশে,
মুছি' মনের ধূলা
ভাবরে ভোলা—
কেবা আপন জন!—(জগা)